জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও করণীয়[১]

জলবায়ু অর্থায়ন সুশাসন প্রকল্প

[১] সিএফজি প্রকল্পে কর্মরত **মাহফুজুল হক**, গবেষণা সহযোগী; **মহুয়া রউফ**,সহকারী প্রকল্প সমন্বয়ক-গবেষণা; এবং **মু. জাকির হোসেন খান**,প্রকল্প সমন্বয়ক, এ কার্যপত্রটি প্রস্তুত করেন।

জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও করণীয়

প্রকাশকাল: এপ্রিল ২০১২

গবেষণা উপদেষ্টা
ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক, টিআইবি

গবেষণা ও প্রতিবেদন রচনা
মাহ্ফুজুল হক, গবেষণা সহযোগী
মহুয়া রউফ, সহকারী প্রকল্প সমন্বয়ক-গবেষণা
মু. জাকির হোসেন খান, প্রকল্প সমন্বয়ক

কৃতজ্ঞতা
ড. এস. এম. রিজওয়ান-উল-আলম
রঞ্জনেশ্বর হালদার
মোঃ রফিকুল হাসান

ISBN: 978-984-33-5440-2

যোগাযোগঃ
জলবায়ু অর্থায়ন সুশাসন প্রকল্প
ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
রোড # ৫, বাসা # ৭(২য় তলা)
ব্লক # এফ, বনানী, ঢাকা-১২১৩
ফোনঃ +৮৮ ০২ ৯৮৯২৮১৭
ফ্যাক্সঃ +৮৮ ০২ ৯৮৯২৮১৭
ই-মেইল: cfgp@ti-bangladesh.org
zhkhan@ti-bangladesh.org

সূচীপত্র

		পৃষ্ঠা
১.	প্রেক্ষাপট	৩
২.	গবেষণা পদ্ধতি	৪
৩.	বাংলাদেশে জলবায়ু অর্থায়নের গভার্নেন্স ম্যাপিং	৫
৪.	জলবায়ু অর্থায়ন ব্যবস্থাপনায় সুশাসনের ঝুঁকি সমীক্ষা	১০
৫.	জলবায়ু অর্থায়নে প্রকল্প বাস্তবায়নে সুশাসন নিরীক্ষা	১৩
৬.	সুপারিশ	১৬
৭.	তথ্যসূত্র	১৭
৮.	সংযোজনী	১৭

১. প্রেক্ষাপট

বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাবে পৃথিবীর যেসব দেশ সবচেয়ে বেশি ঝুঁকির সম্মুখীন তার মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান শীর্ষে। বাংলাদেশের উন্নয়ন, মানুষের জীবন-জীবিকা, আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি ও স্থিতিশীলতা এবং দারিদ্র বিমোচন তথা সার্বিকভাবে নিরাপত্তা ও অস্তিত্বের প্রতি অন্যতম চ্যালেঞ্জ হিসাবে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিকভাবে জলবায়ু পরিবর্তনকে চিহ্নিত করা হয়েছে। ক্লাইমেট চেঞ্জ ভালন্যারাবিলিটি ইনডেক্স (সিসিভিআই) ২০১১ অনুসারে, ১৭০টি দেশের মধ্যে আগামী ৩০ বছরে জলবায়ু পরিবর্তন জনিত কারণে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ একটি। অধিকন্তু, আইপিসিসি'র ৪র্থ রিপোর্ট মতে, সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে বসবাসরত ১ মিলিয়ন জনগোষ্ঠী ২০২০ সালের মধ্যে জলবায়ু উদ্বাস্তুতে পরিণত হবে।

এই বিরাট ঝুঁকির প্রেক্ষিতে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় বাংলাদেশ সরকার ইতোমধ্যে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশলপত্র এবং কর্মপরিকল্পনা (বিসিসিএসএপি) ২০০৯, জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা ও বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন তহবিল আইন ২০০৯ প্রণয়ন করেছে। বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় রাজস্ব বাজেটের আওতায় 'বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্ট ফান্ড' (বিসিসিটিএফ) গঠন করা হয়েছে। একইসাথে উন্নয়ন সহযোগী দেশসমূহ - যুক্তরাজ্য, ডেনমার্ক, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, সুইডেন এবং সুইজারল্যান্ড এর আর্থিক সহায়তায় 'বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ রেজিলিয়েন্স ফান্ড' (বিসিসিআরএফ) গঠন করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, বৈশ্বিক উষ্ণায়ন রোধে ইউএনএফসিসিসি (UNFCCC) এর তত্ত্বাবধানে ১৯৯২ সালে রিওডি জেনেরিওতে 'বিশ্ব ধরিত্রী সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হয় এবং দূষণকারী দেশসমূহ ক্ষতিপূরণ হিসেবে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে অর্থিক সহায়তা প্রদানে সম্মত হয়। জলবায়ু অর্থায়নের যৌক্তিকতার পেছনে ''দূষণকারী কর্তৃক পরিশোধ নীতি" (Polluters Pay Principle) তত্ত্ব অবদান রেখেছে। ১৯৯৭ সাল হতে ২০০৭ সালের মধ্যে বিক্ষিপ্তভাবে জলবায়ু অর্থায়নের কথা বলা হলেও সুনির্দিষ্ট কোন বৈশ্বিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় নি[২]। ২০০৯ সালের ডিসেম্বরে কোপেনহেগেন সম্মেলনে উন্নত দেশসমূহ 'নতুন এবং অতিরিক্ত' তহবিল হিসেবে 'ফার্স্ট স্টার্ট তহবিল' এর মাধ্যমে ২০১০ থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত সময়ে ৩০ বিলিয়ন ডলার প্রদানের সম্মিলিত অঙ্গীকার এবং দীর্ঘস্থায়ী অর্থায়নের জন্য বিভিন্ন উৎস থেকে ২০২০ পর্যন্ত প্রতিবছর আরও ১০০ বিলিয়ন ডলার প্রদানের অঙ্গীকার করেছে। গ্রিনহাউজ গ্যাস নির্গমনকারী শীর্ষ ৩৯টি ধনী দেশ, যারা এ্যানেক্স-১ দেশ হিসেবে চিহ্নিত, প্রদত্ত আর্থিক ক্ষতিপূরণ মূলত: জলবায়ু পরিবর্তনের অভিযোজন, প্রশমন এবং প্রযুক্তি স্থানান্তরের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হবে। বর্তমানে ইউএনএফসিসিসি (UNFCCC) এর আওতায় জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কার্যক্রম পরিচালনার জন্য তহবিল তৈরির মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত দেশসমূহে তহবিল প্রদান করা হচ্ছে যদিও অর্থসমূহের উৎস, লক্ষ্য ও ব্যবহারের ধরণ ভিন্ন।

১.১ কার্যপত্র তৈরির যৌক্তিকতা

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবেলায় বাংলাদেশ সরকারের পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় বিসিসিটিএফ এবং বিসিসিআরএফ তহবিল ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত নীতি ও আইন প্রণয়ন, প্রকল্প অনুমোদন এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সমন্বয়ের কাজ করছে। উল্লেখ্য বিসিসিআরএফ এর তহবিল ব্যবস্থাপক হিসাবে বিশ্ব ব্যাংক দায়িত্ব পালন করছে। এ প্রেক্ষিতে বর্তমানে বাংলাদেশের জলবায়ু তহবিলের ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট বিষয় ব্যাপকভাবে আলোচিত হচ্ছে। আলোচ্য বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে জলবায়ু তহবিল সংক্রান্ত নীতিমালা ও আইন প্রণয়ন, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যকার চুক্তি সংক্রান্ত তথ্য এবং প্রকল্প বাছাইয়ের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ ও অস্বচ্ছতা, তহবিল ব্যবহার সংক্রান্ত তথ্যের ঘাটতি, আইন প্রয়োগ ও প্রকল্প বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের সম্ভাব্য অনিয়ম ও জবাবদিহিতার ঝুঁকি। অন্যদিকে, একটি সম্পুর্ণ নতুন অর্থায়নের ক্ষেত্র হিসেবে এর ব্যবস্থাপনা এবং সুশাসনের ঝুঁকি নিরূপণে সুনিদিষ্ট ধারণা অনুপস্থিত। জলবায়ু তহবিল সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণ, তহবিল ব্যবস্থাপনা ও এর আওতাভুক্ত প্রকল্প প্রণয়ন, বাছাই ও বাস্তবায়নে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও সুশাসন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সম্ভাব্য ঝুঁকিসমূহ চিহ্নিত করার লক্ষ্যে এ কার্যপত্রটি তৈরি করা হয়েছে।

১.২ কার্যপত্রের আওতা

এই কার্যপত্রের আওতায় বাংলাদেশে জলবায়ু অর্থায়ন বলতে সেই অর্থের প্রবাহকে বোঝানো হয়েছে, যা বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্ট ফান্ড (বিসিসিটিএফ) ও বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ রেজিলিয়েন্স ফান্ড (বিসিসিআরএফ) থেকে উদ্ভুত। এর বাইরে বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় বিভিন্ন উৎস থেকে যেমন, পাইলট প্রোগ্রাম ফর ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্স (পিপিসিআর), জিইএফ তহবিল এবং ইউএনডিপি তহবিলের আওতায় বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে, যা এ কার্যপত্রের অন্তর্ভূক্ত নয়।

[২] জলবায়ু তহবিল সৃষ্টির ক্রমধারা সংযোজনী ১ এ দেখুন

২. গবেষণা পদ্ধতি

জলবায়ু অর্থায়ন গভার্নেন্স ম্যাপিং এবং বাংলাদেশের জলবায়ু তহবিল ব্যবস্থাপনা ও প্রকল্পে সুশাসন নিরূপণে পরিমাণগত ও গুণগত পদ্ধতিতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। মূখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার, মাঠ পর্যবেক্ষণ, ক্ষতিগ্রস্তদের সাক্ষাৎকার এবং কেস স্টাডিসমূহ এ কার্যপত্রের মূল তথ্যসূত্র। তথ্য সংগ্রহের সময়কাল নভেম্বর ২০১১ থেকে মার্চ ২০১২।

২.১ জলবায়ু অর্থায়ন গভার্নেন্স ম্যাপিং পদ্ধতি

জলবায়ু অর্থায়ন গভার্নেন্স ম্যাপিং এর আওতায় জলবায়ু অর্থায়নের সাথে জড়িত অন্যতম প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন সমূহকে চিহ্নিত করা হয়েছে। একইসাথে ম্যাপিং কৌশল হিসেবে অর্থায়নের সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান হতে সর্বনিম্ন প্রতিষ্ঠান যেখানে সর্বশেষ অর্থ পৌঁছায় সেসব প্রতিষ্ঠানকেও চিহ্নিত করা হয়েছে। জলবায়ু অর্থায়ন কাঠামোর সাথে জড়িত প্রতিষ্ঠানসমূহ যারা প্রকল্প প্রণয়ন, নীতি নির্ধারণ, বাস্তবায়ন ও কার্যকর করার সাথে জড়িত সেসব প্রতিষ্ঠান ও স্টেকহোল্ডরদেরকেও বিবেচনায় নেয়া হয়েছে। ম্যাপিং এর অন্তর্ভূক্ত বিষয়বস্তুর মধ্যে রয়েছে-

১. জলবায়ু তহবিল সংক্রান্ত নীতিমালা
২. নীতি নির্ধারণ, আইন প্রণয়ন, প্রকল্পের চাহিদা উপস্থাপন ও প্রকল্প অনুমোদন প্রক্রিয়া এবং অর্থ ছাড়করণ কাজে জড়িত প্রতিষ্ঠানসমূহ
৩. প্রকল্প চুড়ান্ত অনুমোদন অথবা বাতিলের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান
৪. জলবায়ু তহবিলে মূখ্য ভূমিকা পালনকারী প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন নিশ্চিত করতে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহিত উদ্যোগ
৫. জলবায়ু তহবিল ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান, সদস্য বাছাই প্রক্রিয়া ও অভ্যন্তরীণ কাঠামো
৬. তহবিলের উৎস, অর্থায়ন প্রক্রিয়া এবং জবাবদিহিতা
৭. জলবায়ু তহবিল থেকে প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ ও অর্থায়ন প্রক্রিয়া
৮. প্রকল্প সমন্বয়, তদারকি, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান

২.২ বাংলাদেশের জলবায়ু তহবিল ব্যবস্থাপনা ও প্রকল্পে সুশাসন নিরূপণ পদ্ধতি

এ কার্যপত্রের মাধ্যমে বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্ট ফান্ড ও বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ রেজিলিয়েন্স ফান্ড সংক্রান্ত আইনী কাঠামো, ও নীতিমালার আওতায় যে কার্যক্রম রয়েছে সেগুলোর স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, সততা, স্বাতন্ত্র্য এবং সক্ষমতার ভিত্তিতে সুশাসনের ঝুঁকি ও চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে। এছাড়াও, বিসিসিটিএফ এবং বিসিসিআরএফ হতে অনুমোদনকৃত প্রকল্পসমূহের মধ্যে তিনটি প্রকল্প বাস্তবায়নে সুশাসনের ঝুঁকিসমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে।

প্রাথমিক এসেসমেন্টের জন্য প্রকল্প বাছাই প্রক্রিয়া

বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্ট ফান্ড থেকে বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণের ভিত্তিতে তিনটি সর্বাধিক অর্থ প্রাপ্ত প্রকল্প বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানকে চিহ্নিত করা হয়। প্রকল্প বাবদ সর্বোচ্চ তহবিল প্রাপ্ত তিনটি প্রতিষ্ঠানঃ ক) পানি উন্নয়ন বোর্ড; খ) বন অধিদপ্তর এবং গ) ত্রাণ ও পূনর্বাসন অধিদপ্তর। এগুলোর প্রত্যেকটি থেকে উপকূল অঞ্চলে বাস্তবায়নরত ১টি করে মোট তিনটি প্রকল্প এসেসমেন্টের জন্য নির্বাচন করা হয়েছে।

প্রকল্প কার্যক্রমে সুশাসনের চ্যালেঞ্জগুলোকে চিহ্নিত করতে প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন বিষয় যেমন তথ্যের উন্মুক্ততা, জবাবদিহিতা, স্বাধীনভাবে কাজ করার ক্ষমতা, সক্ষমতা এবং সততা বিবেচনা করা হয়েছে। এছাড়াও প্রকল্প নির্বাচন প্রক্রিয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত নাগরিকদের অংশগ্রহণ, সমন্বয়, তদারকি, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের বিষয়গুলো বিবেচনা করা হয়েছে।

- *প্রকল্প স্থান সরেজমিন পরিদর্শন*

তথ্য সংগ্রহের জন্য গবেষণা দল খুলনা, সাতক্ষীরা, পটুয়াখালী এবং যশোর এলাকায় প্রকল্প অঞ্চল সরেজমিনে পরিদর্শন করেছে। একই সাথে প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি, সম্পাদন প্রক্রিয়া, গুণগত মান, প্রকল্প কর্মীদের ভূমিকা এবং দায়িত্ব, প্রকল্প সমন্বয়, তদারকি, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করেছে ও প্রকল্প সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট স্থানীয় স্টেকহোল্ডারদের অভিমত সংগ্রহ করেছে।

- *সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর সাক্ষাৎকার এবং মতামত সংগ্রহ*

প্রকল্প সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের লক্ষ্যে প্রকল্প এলাকার সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর সাথে প্রকল্পের উপযোগিতা, প্রকল্প কার্যক্রম, প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর লাভ-ক্ষতি সম্পর্কে বাস্তবায়নকারী সংস্থা বা বিসিসিটিএফ কর্তৃপক্ষ কোন মতামত গ্রহণ করেছে কি না এবং প্রকল্প

বাস্তবায়নের ফলে কি অর্জন হয়েছে সে সংক্রান্ত তথ্য জানার জন্য সংশ্লিষ্ট জনগণের নিবিড় সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে মতামত গ্রহণ করা হয়েছে।

- ***তথ্যের পরোক্ষ উৎস***

বিভিন্ন আইন, বিধি-বিধান, নির্দেশিকা ও খসড়া ধারণাপত্র পর্যালোচনার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। একই সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ওয়েবসাইট নিয়মিত পর্যবেক্ষণের মাধ্যমেও তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

৩. বাংলাদেশে জলবায়ু অর্থায়নের গভার্নেন্স ম্যাপিং

বাংলাদেশে জলবায়ু অর্থায়নে মূলত *বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্ট ফান্ড (বিসিসিটিএফ) এবং বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ রেজিলিয়েন্স ফান্ড (বিসিসিআরএফ)* দায়িত্বপ্রাপ্ত। জলবায়ু অর্থায়নের জন্য রাজস্ব বাজেটের আওতায় 'বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্ট ফান্ড' (বিসিসিটিএফ) গঠন করা হয়। একইসাথে উন্নয়ন সহযোগী দেশ এবং সংস্থার আর্থিক সহায়তায় ২০১০ সালে 'বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ রেজিলিয়েন্স ফান্ড' (বিসিসিআরএফ) গঠন করা হয়েছে। বিসিসিআরএফ এর তহবিল ব্যবস্থাপক হিসেবে বিশ্ব ব্যাংক কাজ করছে। বিসিসিটিএফ এবং বিসিসিআরএফ এর আওতায় অনুমোদনকৃত প্রকল্পসমূহ বিসিসিএসএপি ২০০৯ এর আওতায় ৬টি বিষয়-ভিত্তিক খাতে অর্থায়ন করছে, যেমন: ১) খাদ্য নিরাপত্তা, সামাজিক সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য; ২) সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা; ৩) অবকাঠামো; ৪) গবেষণা ও অর্জিত জ্ঞানের ব্যবহার বা ব্যবস্থাপনা; ৫) প্রশমন এবং কার্বন সাশ্রয়ী উন্নয়ন; এবং ৬) সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন । বিসিসিটিএফ এবং বিসিসিআরএফ এর আওতায় তহবিল বরাদ্দের পরিমাণ নিম্নে আলোচনা করা হল।

৩.১ বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্ট ফান্ড

জাতীয় রাজস্ব থেকে তৈরি এই তহবিলে সরকার প্রতি আর্থিক বছরে ১০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার করে ৩০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বরাদ্দ করেছে। উল্লেখ্য বিসিসিটিএফ তহবিলে বরাদ্দকৃত অর্থের ৯০ শতাংশ সরকারি প্রকল্প এবং ১০ শতাংশ বেসরকারি সংস্থার প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজে ব্যয় হবে। ফেব্রুয়ারি ২০১২ পর্যন্ত এই তহবিল থেকে বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানকে ৬২ টি প্রকল্পে ৮৭.২৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অনুমোদন দেয়া হয়েছে। সর্বশেষ, ১০ এপ্রিল ২০১২ পর্যন্ত ৮২টি প্রকল্প অনুমোদন করা হয়েছে। মোট অনুমোদনকৃত প্রকল্পগুলোর মধ্যে পানি উন্নয়ন বোর্ড সর্বোচ্চ পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ পায় যা মোট বরাদ্দের ২৮.১২ শতাংশ। অন্যদিকে, বন অধিদপ্তর ১৪.৩৫ শতাংশ, ত্রাণ ও পূনর্বাসন অধিদপ্তর ১০.৬৮ শতাংশ, পরিবেশ অধিদপ্তর ৯.২৩ শতাংশ, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীন নৌ-পরিবহণ কর্তৃপক্ষ ৬.৩৭ শতাংশ অর্থ বরাদ্দ পেয়েছে যা মোট অর্থের ৪০.৬৩ ভাগ। বাকি ৩১.২৫ ভাগ অর্থ অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠান সমূহ বরাদ্দ পেয়েছে। প্রাথমিকভাবে বেসরকারি সংস্থা কর্তৃক প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষে ৫৩ টি প্রকল্প নির্বাচন করা হয়, কিন্তু বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগ ওঠায় মার্চ ২০১২ পর্যন্ত এসব প্রতিষ্ঠানে প্রস্তাবিত কোন প্রকল্প অনুমোদন দেয়া হয় নি। উল্লেখ্য, প্রাথমিকভাবে ৫৩টি এনজিও সংস্থার প্রকল্প প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট এনজিও প্রতিষ্ঠানের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা যাচাইয়ের জন্য পিকেএসএফকে দায়িত্ব দেয়া হলেও[৩] সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী প্রায় ৫০০০ প্রকল্পের মধ্যে মাত্র ১১৫টি প্রকল্প সংশ্লিষ্ট এনজিও প্রতিষ্ঠান বাছাই এর দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। গণমাধ্যম, সংসদীয় কমিটিসহ স্টেকহোল্ডারদের প্রতিবাদের প্রেক্ষিতে পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) কে প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত

চিত্র ১: বাংলাদেশে জলবায়ু অর্থায়নের প্রবাহ

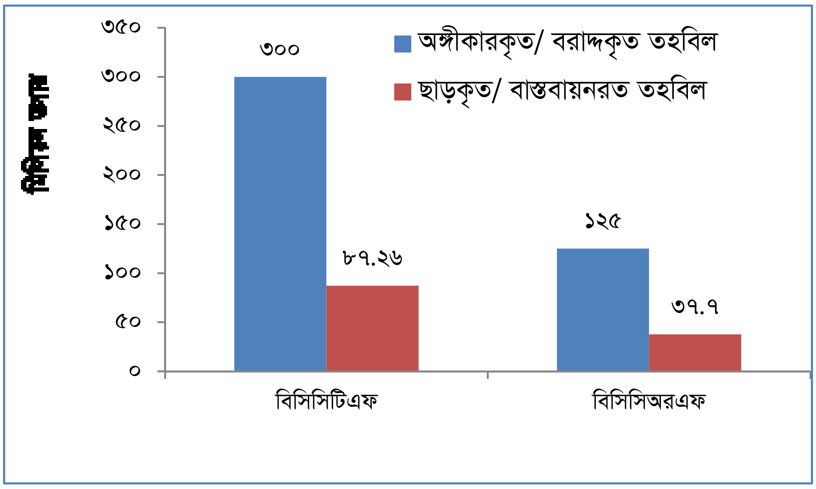

সূত্র: পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় এবং বিশ্বব্যাংক ওয়েবসাইট হতে সংগৃহীত তথ্য (মার্চ, ২০১২)

[৩] বিসিসিটিএফের পক্ষে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের উপ পরিচালক কর্তৃক ৩০ নভেম্বর ২০১১ তারিখে ইস্যুকৃত সিদ্ধান্ত

প্রকল্প সমূহ ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে তদন্তের দায়িত্ব দেয়া হয়। পিকেএসএফ এ সংক্রান্ত তদন্ত প্রতিবেদন প্রস্তুত করে ইতোমধ্যে তা মন্ত্রণালয়ে জমা দিয়েছে, কিন্তু সে তদন্ত প্রতিবেদন এখন পর্যন্ত প্রকাশ পায় নি।

৩.২ বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ রেজিলিয়েন্স ফান্ড

বিসিসিআরএফ তহবিলের প্রধান লক্ষ্য হল ২০০৯-২০১৪ পর্যন্ত বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ স্ট্র্যাটেজি এন্ড এ্যাকশন প্লান বাস্তবায়নে সহায়তা করা। উল্লেখ্য, বিসিসিআরএফ তহবিলের আওতায় বরাদ্দকৃত অর্থের ৯০ শতাংশ সরকারি প্রকল্প এবং ১০ শতাংশ বেসরকারী সংস্থার প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজে ব্যয় হবে। মার্চ ২০১২ পর্যন্ত এই তহবিলে ১২৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার জমা পড়েছে যার মধ্য থেকে ৩ টি প্রকল্প, (ক) '৫৬ টি নতুন ঘুর্ণিঝড় সহনীয় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ এবং ৫০টি ক্ষতিগ্রস্ত আশ্রয়কেন্দ্র পুনঃনির্মাণ'(খ) 'পিকেএসএফ: সুশীল সমাজ এবং এনজিও কর্তৃক কমিউনিটি-ভিত্তিক জলবায়ু পরিবর্তন সহনীয় প্রকল্পের জন্য তহবিল'; এবং (গ) 'পরিবেশ এবং বন মন্ত্রণালয়ের সচিবালয় স্থাপনে তহবিল' বাস্তবায়নে ৩৭.৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ছাড় করা হয়েছে এবং আরও ৩ টি প্রকল্প অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে। উল্লেখ্য, একমাত্র কমিউনিটি-ভিত্তিক জলবায়ু পরিবর্তন প্রকল্প (সিসিসিপি) এর প্রকল্প সার সংক্ষেপ ছাড়া অর্থায়নকৃত বাকি ২টি প্রকল্পের শিরোনাম এবং অনুমোদনকৃত অর্থের পরিমাণ ব্যতীত অন্য কোন তথ্য বা অনুমোদনকৃত প্রকল্প প্রস্তাব বিশ্বব্যাংক বা পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট সহ অন্য কোন প্রকাশিত সূত্রে পাওয়া যায় নি। এ প্রেক্ষিতে টিআইবি'র পক্ষ থেকে বিশ্ব ব্যাংকের কাছে অনুমোদনকৃত প্রকল্প সংক্রান্ত দলিল পাঠানোর অনুরোধ জানালেও তার উত্তর পাওয়া যায় নি। ফলে, প্রকল্প বাস্তবায়নকৃত এলাকা এবং এর উপাদান বা কার্যক্রম সম্পর্কে বা প্রকল্পের কার্যক্রমে সুশাসনের কোন ঝুঁকি রয়েছে কি না তা জানা সম্ভব হয় নি।

বিসিসিটিএফ এবং বিসিসিআরএফ তহবিল ব্যবস্থাপনায় দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ

ক) আইন, নীতিমালা এবং কৌশল প্রণয়ন

বাংলাদেশ সরকারের পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব হলো জলবায়ু অর্থায়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন আইন, নীতি ও কৌশল প্রণয়ন, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন, জবাবদিহিতা এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে দক্ষতা এবং আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে সমন্বয় সাধন নিশ্চিত করা। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে জলবায়ু অর্থায়ন ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যে বিসিসিটিএফ এবং বিসিসিআরএফ গঠিত হয় এবং পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী এ উভয় প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের প্রধান হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন। বিসিসিআরএফ এর কৌশল প্রণয়ন ও প্রকল্প বাছাইয়ের ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাংক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

খ) প্রকল্প চূড়ান্তকরণ এবং অর্থ ছাড়

বিসিসিটিএফ: বিসিসিটিএফ এর ট্রাস্টি বোর্ড বিভিন্ন সরকারি সংস্থা কর্তৃক আবেদনকৃত প্রকল্প বিসিসিটিএফ এর কারিগরি কমিটি এবং থিম কমিটির মাধ্যমে যাচাই-বাছাইয়ের পর চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান করে। পরিবেশ এবং বন মন্ত্রণালয় অনুমোদনকৃত প্রকল্পসমূহের বিপরীতে বিসিসিটিএফ এর ব্যাংক হিসাবে সমপরিমাণ অর্থ ছাড়ের জন্য অনুমোদনকৃত প্রকল্পসমূহের তালিকা, প্রকল্প ব্যয় সংক্রান্ত কাগজ/দলিল এবং প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহের তালিকা সহ একটি চিঠি অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করে। উল্লেখ্য এ প্রক্রিয়ায় অর্থ মন্ত্রণালয় হতে কোন অতিরিক্ত অনুমোদনের প্রয়োজন হয়না, কারণ অর্থ মন্ত্রণালয়ের সচিব প্রকল্প অনুমোদনের সর্বোচ্চ ক্ষমতাপ্রাপ্ত ১৭ সদস্য বিশিষ্ট বিসিসিটিএফ এর ট্রাস্টি বোর্ডের একজন সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। অর্থ মন্ত্রণালয় হতে অর্থ প্রাপ্তির পর বিসিসিটিএফ প্রকল্প বাস্তবায়নকারী বিভিন্ন সরকারি সংস্থাকে তিন অথবা চার কিস্তিতে প্রকল্পের জন্য বরাদ্দকৃত সম্পূর্ণ অর্থ ছাড় করে থাকে ।

বিসিসিআরএফ: বিসিসিআরএফ এর আওতায় বিভিন্ন সরকারি সংস্থা কর্তৃক আবেদনকৃত প্রকল্প প্রথমে এর ম্যানেজমেন্ট কমিটি কর্তৃক এবং পরবর্তীতে বিশ্ব ব্যাংক কর্তৃক যাচাই-বাছাইয়ের পর গভার্নিং পরিষদ তার চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান করে। চূড়ান্ত অনুমোদনের পর অনুমোদনকৃত প্রকল্পসমূহের বিপরীতে সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠানকে অর্থ ছাড় করার লক্ষ্যে একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের প্রতিনিধি এবং বিশ্বব্যাংকের কান্ট্রি ডিরেক্টরের মধ্যে চূড়ান্ত আর্থিক অনুদান চুক্তি সাক্ষরিত হয়। উল্লেখ্য, বিসিসিআরএফ হতে প্রকল্প অনুমোদনে গড়ে ১ থেকে দেড় বছর সময় লাগছে, যা ৩ মাসের মধ্যে করা উচিৎ বলে নীতি নির্ধারকবৃন্দ মনে করেন।

পিকেএসএফ: পূর্বে বিভিন্ন এনজিও এবং বেসরকারি খাতের প্রকল্প যাচাই-বাছাই ও তা অনুমোদন এবং অর্থায়নের দায়িত্ব বিসিসিটিএফ কর্তৃপক্ষের নিকট থাকলেও প্রকল্প অনুমোদনের ক্ষেত্রে অনিয়মের অভিযোগের প্রেক্ষিতে গত ৩০ নভেম্বর ২০১১ তারিখে প্রকল্প প্রস্তাব গ্রহণ, মূল্যায়ন এবং মনোনয়নের দায়িত্ব পিকেএসএফকে প্রদানের সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখ্য, পিকেএসএফকে ৫৩টি বেসরকারি সংস্থার জন্য অনুমোদনকৃত প্রকল্পসমূহে অনিয়মের অভিযোগ তদন্তের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। পিকেএসএফ এ সংক্রান্ত তদন্ত

প্রতিবেদন প্রস্তুত করে তা মন্ত্রণালয়ে ইতোমধ্যে জমা দিয়েছে। তবে অদ্যাবধি তা প্রকাশ করা হয়নি। উল্লেখ্য, একইভাবে বিসিসিআরএফ এর ১০ শতাংশ অর্থ বেসরকারি সংস্থা এবং বেসরকারি খাতের প্রকল্প বাস্তবায়নে পিকেএসএফকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে এবং এ সংক্রান্ত একটি কর্ম প্রক্রিয়া চূড়ান্ত করার কাজ প্রক্রিয়াধীন।

উল্লেখ্য বিসিসিটিএফ এবং বিসিসিআরএফ এর পক্ষ থেকে এনজিও, সুশীল সমাজ এবং থিংক ট্যাংক কর্তৃক জমাকৃত প্রকল্প অনুমোদন এবং তহবিল ছাড় সহ প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ তদারকির দায়িত্ব পিকেএসএফকে প্রদান করা ইতিবাচক সিদ্ধান্ত হলেও যে যুক্তিসমূহের ভিত্তিতে এ দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে স্বচ্ছতার স্বার্থে তা প্রকাশ করা উচিত। তাছাড়াও বিভিন্ন মূখ্য তথ্যদাতা পিকেএসএফের এ দায়িত্ব পালনে স্বার্থের দ্বন্দের কোন অবকাশ রয়েছে কি না তা খতিয়ে দেখার কথা বলেছেন। অন্যদিকে, পিকেএসএফ কিভাবে প্রকল্প বাছাই করবে ও কিভাবে অর্থ ছাড় করবে সে সংক্রান্ত কোন নির্দেশনা এখন পর্যন্ত চূড়ান্ত করা হয় নি।

গ) সমন্বয় সাধন এবং প্রকল্প কাজ তদারকি

বিসিসিটিএফ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন জোরদার এবং তা তদারকির জন্য পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় এবং জলবায়ু পরিবর্তন ইউনিট (সিসিইউ) এর কর্মকর্তাবৃন্দ দায়িত্ব পালন করে থাকেন। উল্লেখ্য, মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে জানা যায়, বিসিসিটিএফ এর সচিবালয় হিসেবে দায়িত্ব পালন করার জন্য পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের অধীনে সিসিইউ প্রতিষ্ঠিত হয়, যার প্রধান মন্ত্রণালয়ের সচিব; একজন অতিরিক্ত সচিব এই ইউনিটটির সমন্বয় সাধন করেন এবং সেই সাথে তিনি বিসিসিটিএফ এর কার্যক্রম সমূহের কার্যকর বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত। প্রকল্প বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান স্থানীয় কর্মকর্তাবৃন্দের মাধ্যমে প্রকল্প কাজ তদারকি করে থাকেন। উল্লেখ্য সিসিইউ এর কার্যক্রম সম্পর্কে কোন নির্দেশিকা এখন পর্যন্ত কোন সূত্র থেকে পাওয়া যায়নি। উল্লেখ্য, প্রতি মন্ত্রণালয়ে যুগ্ম সচিবের নেতৃত্বে একটি টিম প্রকল্প বাস্তবায়ন মনিটর করে থাকে।

বিসিসিআরএফ এর কাজের সমন্বয়ের দায়িত্ব হলো পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের, যা এর সচিবালয়ের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করে । অন্যদিকে এ তহবিলের আওতায় বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের কাজ তদারকির জন্য বিশ্বব্যাংকের নিজস্ব তদারকি দল রয়েছে। তাছাড়াও বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান নিজেরাও তদারকির কাজ করে থাকে।

ঘ) তদারকি, পরিবীক্ষণ এবং রিপোর্টিং

বিসিসিটিএফ এর আওতায় প্রকল্প হিসাব নিরীক্ষণ ব্যবস্থায় প্রকল্প বাস্তবায়নকারী, মহা হিসাব নিরীক্ষকের মাধ্যমে এবং ক্ষেত্র বিশেষে বিসিসিটিএফ এর ট্রাস্টী বোর্ডের ইচ্ছার ভিত্তিতে তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে নিরীক্ষার সুযোগ বিদ্যমান। উল্লেখ্য, সিসিইউ প্রকল্প বাস্তবায়ন তদারকির জন্য ইতোমধ্যে একটি তদারকি এবং মূল্যায়ন ফ্রেমওয়ার্ক তৈরি করেছে। তাছাড়া, জেলা প্রশাসনের মাসিক সমন্বয় সভায় জলবায়ু তহবিল হতে বাস্তবায়িত প্রকল্পের অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করা হয়। পিকেএসএফ এর আওতায় এনজিও এবং বেসরকারি প্রকল্পে অর্থায়নের ক্ষেত্রে বিসিসিটিএফ কর্তৃক তৈরি এনজিও নীতিমালা অনুসরণ করা হবে কি না তা স্পষ্ট নয়।

বিসিসিআরএফ এর তহবিলের ব্যবস্থাপক হিসাবে বিশ্বব্যাংক দায়িত্ব পালন করায় এর প্রকল্পসমূহের হিসাব বিশ্বব্যাংকের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা পদ্ধতি ও তৃতীয় পক্ষের নিরীক্ষার মাধ্যমে সম্পাদন করার কথা এর ম্যানুয়্যালে উল্লেখ রয়েছে।

সারণী ১: বাংলাদেশের জলবায়ু অর্থায়নের সাথে বর্তমানে জড়িত প্রধান প্রধান প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন সমূহ

বিষয়	তহবিল/ তহবিল ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ			
	বিসিসিটিএফ	পিকেএসএফ	বিসিসিআরএফ	বিশ্বব্যাংক (বিসিসিআরএফ)
তহবিলের উৎস	বাংলাদেশ সরকারের রাজস্ব খাত	বিসিসিটিএফ এর ১০% (প্রস্তাবিত) এবং বিসিসিঅরএফ এর ১০% তহবিল	যুক্তরাজ্য, ডেনমার্ক, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, সুইডেন এবং সুইজারল্যান্ড	যুক্তরাজ্য, ডেনমার্ক, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, সুইডেন এবং সুইজারল্যান্ড
নীতি প্রণয়ন	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, জলবায়ু পরিবর্তন কাজে সম্পৃক্ত অন্যান্য মন্ত্রণালয়, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক সর্বদলীয় সংসদীয় গ্রুপ	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় , জলবায়ু পরিবর্তন কাজে সম্পৃক্ত অন্যান্য মন্ত্রণালয় , পিকেএসএফ, বিশ্বব্যাংক, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, বেসরকারি সংগঠনের প্রতিনিধি	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, জলবায়ু পরিবর্তন কাজে সম্পৃক্ত অন্যান্য মন্ত্রণালয়; পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক সর্বদলীয় সংসদীয় গ্রুপ	উন্নয়ন সহযোগী, বিশ্বব্যাংক ও পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়; পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক সর্বদলীয় সংসদীয় গ্রুপ
কৌশলগত কর্ম পরিকল্পনা	**বিসিসিটিএফ**	**বিসিবিটিএফ, বিসিসিআরএফ, পিকেএসএফ, বিশ্বব্যাংক**	**বিসিসিআরএফ, বিশ্ব ব্যাংক**	**বিশ্ব ব্যাংক এবং উন্নয়ন সহযোগী**
প্রকল্প প্রস্তাব পর্যালোচনা এবং প্রকল্প অনুমোদন	কারিগরি কমিটি	পিকেএসএফ ও বিশ্বব্যাংক (বিসিসিঅরএফ)	ম্যানেজমেন্ট কমিটি	বাস্তবে বিশ্বব্যাংক চূড়ান্ত প্রকল্প বাছাইয়ের দায়িত্ব পালন করে
চূড়ান্ত প্রকল্প অনুমোদন	ট্রাস্টি বোর্ড	বিসিসিটিএফ: পিকেএসএফ বিসিসিআরএফ: পিকেএসএফ	গভার্নিং কাউন্সিল ও ম্যানেজমেন্ট কমিটি	যুক্তরাজ্য, ডেনমার্ক, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, সুইডেন এবং সুইজারল্যান্ড
অর্থ ছাড়	বিসিসিটিএফ ট্রাস্টি বোর্ড কতৃক সরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রকল্প অনুমোদন →অর্থ মন্ত্রণালয় → বিসিসিটিএফ ট্রাস্ট	বিসিসিটিএফ: অর্থ মন্ত্রণালয় →বিসিসিটিএফ ট্রাস্ট হিসাব (১০%)→ পিকেএসএফ→ প্রকল্প বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান বিসিসিআরএফ: বিশ্বব্যাংক →ইআরডি (অর্থ মন্ত্রণালয় ও পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় কতৃক সমন্বিত) → বেসরকারি বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানের প্রকল্প হিসাব	বিশ্বব্যাংক → ইআরডি (অর্থ মন্ত্রণালয় ও পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় কতৃক সমন্বিত→) সরকারি বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাব	উন্নয়ন সহযোগী →ইআরডি এবং বিশ্বব্যাংক
প্রকল্প বাস্তবায়ন	সরকারি প্রতিষ্ঠান যেমন পানি উন্নয়ন বোর্ড, বন বিভাগ ইত্যাদি	পিকেএসএফ এর মাধ্যেমে এনজিও, সিএসও, বেসরকারি খাত, থিংক ট্যাংক		কারিগরি সহায়তা প্রদান
সমন্বয় সাধন এবং প্রকল্প কাজ জোরদার করা	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, কারিগরি কমিটি ও সিসিইউ	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, কারিগরি কমিটি ও সিসিইউ, পিকেএসএফ, বিশ্ব ব্যাংক	গভার্নিং কাউন্সিল, সিসিইউ, বিশ্বব্যাংক	বিশ্ব ব্যাংক
পরিবীক্ষণ, নিরীক্ষা এবং প্রতিবেদন প্রস্তুত করণ	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, সিসিইউ, প্রকল্প বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান, সিএজি, সিপিটিইউ	বিসিসিটিএফ: পিকেএসএফ, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, সিএজি, সিপিটিইউ বিসিসিআরএফ: গভার্নিং কাউন্সিল, পিকেএসএফ, বিশ্ব ব্যাংক, সরকার ও বিশ্বব্যাংক নির্ধারিত ৩য় পক্ষ/ ফার্ম	বিশ্ব ব্যাংক, বিসিসিঅরএফ সচিবালয়, সিএজি, সরকার ও বিশ্বব্যাংক নির্ধারিত ৩য় পক্ষ/ফার্ম	৩য় পক্ষ এবং উন্নয়ন সহযোগী দেশ

চিত্র ২: বাংলাদেশের জলবায়ু অর্থের প্রবাহ এবং ব্যবস্থাপনা

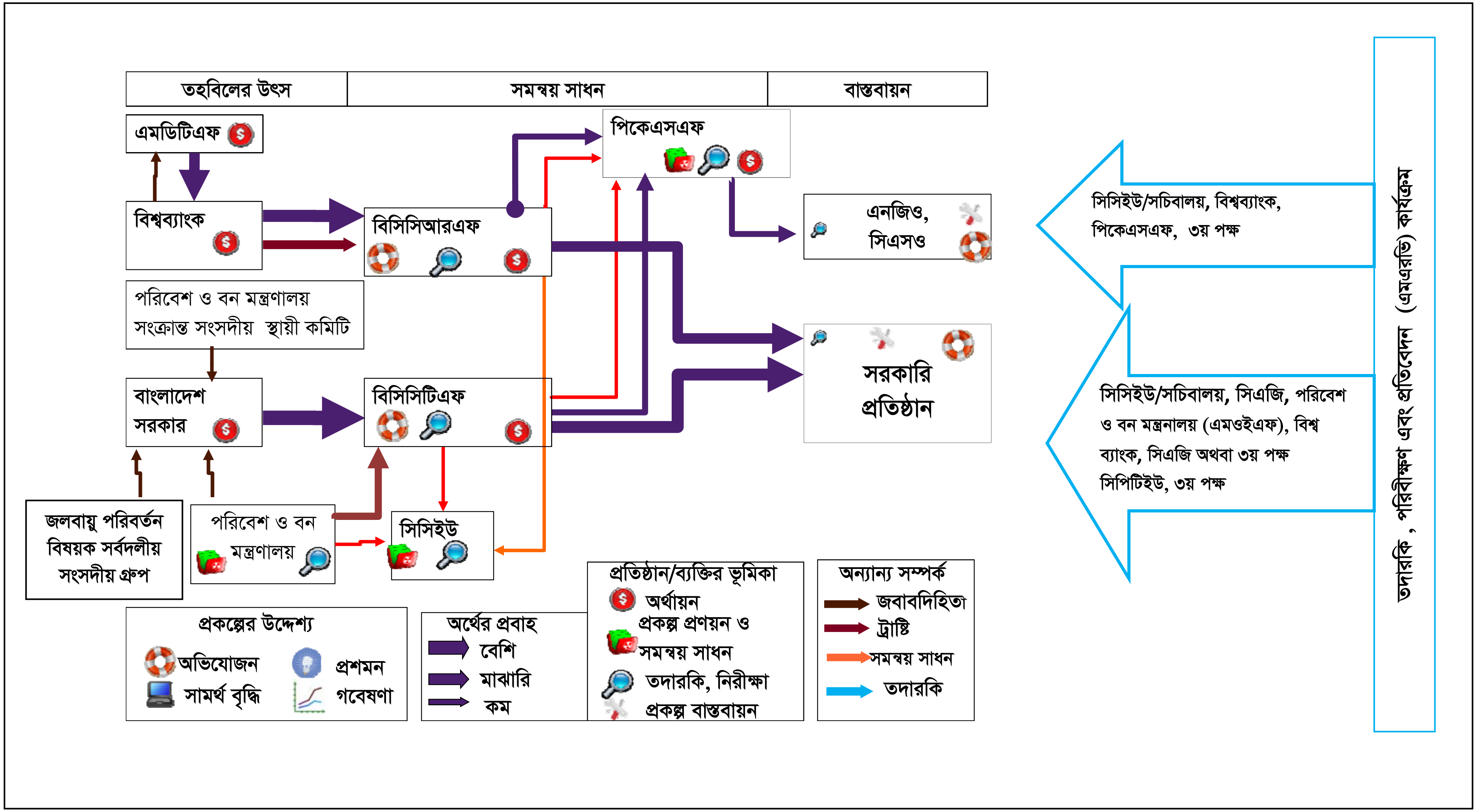

৪. জলবায়ু অর্থায়ন ব্যবস্থাপনায় সুশাসনের ঝুঁকির প্রাথমিক সমীক্ষা

এই কার্যপত্রের অধীনে বিসিসিটিএফ এবং বিসিসিআরএফ এর ছাড়কৃত উভয় তহবিলের ব্যবস্থাপনায় সুশাসনের গুণগত মান যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, স্বাতন্ত্র্য বা স্বাধীনতা, সক্ষমতা ও সততার মতো সুনির্দিষ্ট মানদণ্ডের আলোকে একটি প্রাথমিক সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়েছে। সমীক্ষার ভিত্তিতে প্রাথমিকভাবে প্রাপ্ত তথ্যগুলো নিম্নে প্রদান করা হলো।

৪.১ তথ্যের উন্মুক্ততা বা স্বচ্ছতা

বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ রেজিলিয়েন্স তহবিল বাস্তবায়ন ম্যানুয়াল অনুযায়ী এই তহবিলের পরিচালনা প্রক্রিয়ায় গভার্নিং কাউন্সিল কৌশলগত নির্দেশনা ও পরিচালনাসহ কারিগরি প্রকল্প প্রস্তাবের (টিপিপি) চূড়ান্ত অনুমোদন এবং বিসিসিএসএপি ২০০৯ অনুসরনে দিক নির্দেশনা প্রদান করার কথা। বিসিসিআরএফ এর ব্যবস্থাপনা পরিষদ নীতিমালা তৈরি, প্রকল্প পুনঃযাচাই, প্রকল্প বাস্তবায়ন ম্যানুয়্যাল তৈরি এবং টিপিপির প্রাথমিক অনুমোদনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। প্রাথমিকভাবে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহের পক্ষ থেকে ২০১৪ পর্যন্ত বিশ্ব ব্যাংক আর্থিক ব্যবস্থাপনা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতাসহ মিতব্যয়িতা, দক্ষতা এবং কার্যকারিতার বিষয়গুলো পর্যালোচনা করে প্রকল্প বাস্তবায়নে কারিগরি সহায়তা প্রদানের জন্য নিয়োগপ্রাপ্ত। একইসাথে বিশ্বব্যাংক এ্যাডভোকেসি এবং তথ্য প্রচারণা কার্যক্রমের মাধ্যমে বিসিসিআরএফ সচিবালয় এবং স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করবে।

বিশ্ব ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা এবং বিসিসিআরএফ ম্যানুয়্যাল অনুযায়ী, এ তহবিলের অর্থায়নে বাস্তবায়নরত '৫৬ টি নতুন ঘুর্ণিঝড় সহনীয় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ এবং ৫০টি ক্ষতিগ্রস্ত আশ্রয়কেন্দ্র পুনঃনির্মাণ' প্রকল্পের তথ্যপত্র জনসমক্ষে প্রকাশের কথা থাকলেও তা বিশ্ব ব্যাংকের ওয়েবসাইটে বা অন্য কোন সূত্রে পাওয়া যায় নি। উল্লেখ্য, ম্যানুয়্যাল অনুযায়ী, চূড়ান্ত প্রকল্প নির্বাচনের দায়িত্ব গভার্নিং কাউন্সিলের হলেও মূখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার অনুযায়ী বাস্তবে বিশ্বব্যাংক এক্ষেত্রে বিশেষ প্রভাবশালী ভূমিকা পালন করছে। এছাড়াও তহবিল ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্য বিসিসিআরএফ-এর ওয়েব পোর্টাল-এ বা অন্য কোন সূত্রে পাওয়া যায়নি।

সারণি ২: জলবায়ু তহবিল ব্যবস্থাপনায় তথ্যের উন্মুক্ততা বা স্বচ্ছতা

তথ্যের প্রাপ্যতা	বিসিসিআরএফ (বিসিসিআরএফ ম্যানুয়্যাল অনুসারে)	বিসিসিটিএফ (বাংলাদেশ সরকারের তথ্য অধিকার আইন অনুসারে)
প্রাপ্ত তথ্য	বিসিসিআরএফ সম্পর্কে ধারণাপত্র, এনজিও তহবিলের উপর ধারণা পত্র, একটি প্রকল্পের তথ্যপত্রের সারাংশ।	অনুমোদনকৃত প্রকল্পের তালিকা, প্রকল্প প্রস্তাবের ফরম্যাট, বিসিসিটিএফ সংক্রান্ত সরকারি গেজেট সমূহ, এনজিও বিষয়ক গেজেট সমূহ, বিসিসিএসএপি ২০০৯, জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা (নাপা)[৪]
সুনির্দিষ্ট তথ্যের অপ্রাপ্যতা	▪ বিশ্বব্যাংক কর্তৃক ১% সার্ভিস চার্জ এর অতিরিক্ত তহবিলের ব্যবস্থাপনা অথবা পরিচালনা ব্যয় বাবদ তহবিলের ৪% কর্তনের সুনির্দিষ্ট কোন তথ্য নেই; ▪ সততা নিশ্চিতে সমন্বিত অভ্যন্তরীণ রক্ষাকবচ।	▪ বিসিসিটিএফ এবং সিসিইউর ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা ব্যয়; ▪ সিসিইউর কার্যক্রম বা পরিচালনা সংক্রান্ত তথ্য ।
বাস্তবে সার্বিকভাবে যেসব বিষয়ে পর্যাপ্ত তথ্য নেই[৫]	▪ বিসিসিটিএফ ও পিকেএসএফ এবং বিশ্বব্যাংক ও পিকেএসএফ মধ্যে পরিচালনা সংক্রান্ত চুক্তি বা Terms of Reference (ToR) ▪ প্রকল্প নির্বাচন প্রক্রিয়া ▪ প্রকল্প অনুমোদন অথবা বাতিলের বাতিলের যথার্থতা/যুক্তি, প্রকল্প মূল্যায়ন/কারিগরি কমিটির রিপোর্ট ▪ প্রকল্প নির্বাচন বা বাতিলে বিশ্ব ব্যাংকের ভূমিকা ▪ ট্রাস্টি বোর্ডের সভার বিবরণী ▪ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পরিবেশগত প্রভাব যাচাই রিপোর্ট ▪ অর্থায়নকৃত প্রকল্পের বাস্তবায়নের অগ্রগতি ▪ তদারকি, রিপোর্টিং, বেজলাইন, প্রকল্পের মধ্যবর্তী এবং চূড়ান্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন ▪ আর্থিক নিরীক্ষা প্রতিবেদন, প্রকল্প কার্যক্রম মূল্যায়ন সংক্রান্ত প্রতিবেদন	

[৪] বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট হতে ২৬ মার্চ ২০১২ তারিখে সংগৃহীত

[৫] বিসিসিআরএফ বাস্তবায়ন ম্যানয়্যাল, **পৃ. ৬১-৬৪**

বিসিসিটিএফ এর পরিচালনা পদ্ধতি (প্রকল্প অনুমোদন থেকে শুরু করে বাস্তবায়ন পর্যায় পর্যন্ত) সংক্রান্ত কোন ম্যানুয়্যাল আদৌ রয়েছে কিনা বা তৈরি হয়েছে কিনা তা পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে বা বা অন্য কোন সূত্রে জানা সম্ভব হয় নি। বাংলাদেশ সরকারের তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী উল্লেখিত তথ্যসমূহ অবশ্যই সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে অথবা সিসিইউ এর কার্যালয়ে বা ওয়েব পোর্টাল এ সহজপ্রাপ্য হওয়ার কথা থাকলেও বাস্তবে তা নেই। অন্যদিকে, বিসিসিআরএফ এর সচিবালয় এখন পর্যন্ত না তৈরি হওয়ায় বিশ্ব ব্যাংকের এ কার্যক্রম সংক্রান্ত সকল তথ্য উন্মুক্ত করার কথা থাকলেও বাস্তবে অনেক তথ্য পাওয়া যাচ্ছে না, তবে মন্ত্রণালয় আশা প্রকাশ করেছে যে, আগামী ১ মাসের মধ্যে সচিবালয়ের কাজ শূরু হবে। উল্লেখ্য, বিশ্ব ব্যাংকের তথ্য উন্মুক্ততা সংক্রান্ত কার্যক্রম বাংলাদেশ সরকারের তথ্য অধিকার আইনের আওতা বহির্ভূত।

৪.২ জবাবদিহিতা ও স্বাতন্ত্র্য

বিসিসিআরএফ কর্মপদ্ধতি ম্যানুয়ালে সকল পর্যায়ে বিশ্বব্যাংকের দায়িত্ব নির্দিষ্ট করা থাকলেও সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের নীতি ও কর্মপ্রক্রিয়ার জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার অনেক চ্যালেঞ্জ এখনো বিদ্যমান। সার্বিকভাবে চ্যালেঞ্জ বা সীমাবদ্ধতাগুলো হচ্ছে, তহবিলের কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করা, জমাকৃত প্রকল্প প্রস্তাব অনুমোদন প্রক্রিয়ায় স্থানীয় ক্ষতিগ্রস্তদেরসাথে আলোচনা করা এবং তার দ্রুত বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা। যেহেতু প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সরকারি সংস্থাসমূহ বিসিসিআরএফ এবং বিসিসিটিএফ উভয় তহবিলের অধীনে প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে সেহেতু প্রকল্প অনুমোদন এবং পুনরাবৃত্তিমূলক অর্থায়ন এড়ানোর জন্য বিসিসিআরএফ, বিসিসিটিএফ এবং বিশ্বব্যাংকের সকল পর্যায়ের মধ্যে শক্তিশালী সমন্বয় প্রয়োজন যা বর্তমানে অনেকাংশে অনুপস্থিত। যে পরিমাণ তহবিলই বিতরণ করা হোক না কেন তার কার্যকারিতা নির্ভর করছে বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে ক্ষতিগ্রস্ত ও ঝুঁকির সম্মুখীন মানুষের কার্যকর অংশগ্রহণের নিশ্চয়তার উপর; যা উভয় তহবিল ব্যবস্থাপনায় সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ নেই।

সারণি ৩: তহবিল ব্যবস্থাপনায় জবাবদিহিতা

<table>
<tr><th>নির্ধারকসমূহ</th><th>বিসিসিআরএফ</th><th>বিসিসিটিএফ</th></tr>
<tr><td>সুনির্দিষ্ট চ্যালেঞ্জসমূহ</td><td>ক) বিশ্বব্যাংক এবং পিকেএসএফের মধ্যে টিওআর চূড়ান্তকরণ এবং প্রকল্প অনুমোদনে বিলম্ব;
খ) গভার্নিং কাউন্সিল এবং ম্যানেজমেন্ট কমিটি উভয় কমিটিতে সুশীল সমাজের অংশগ্রহণ নগণ্য;</td><td>গ) বিসিসিটিএফ ট্রাস্টি বোর্ড এবং পিকেএসএফ-এর মধ্যে এনজিও তহবিল ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত টিওআর এখনো তৈরি হয় নি;
ঘ) ট্রাস্টি বোর্ড এবং কারিগরি কমিটিতে সুশীল সমাজের অংশগ্রহণ নগণ্য;</td></tr>
<tr><td>সার্বিক চ্যালেঞ্জসমূহ</td><td colspan="2">ক) প্রকল্প নির্বাচনের কোন কোন ক্ষেত্রে রাজনৈতিক বিবেচনাকে প্রাধান্য দেয়া
খ) বিসিসিটিএফ এবং বিসিসিএফআরএফ-এর মধ্যে অপর্যাপ্ত সমন্বয়
গ) নিম্নোক্ত বিষয়ে নীতিমালা অনুপস্থিত -
• তহবিল ব্যবস্থাপনা এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠী, সুশীল সমাজ ও স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ
• তহবিল ব্যবস্থাপনার সকল স্তরে অভিযোগ নিরসন ব্যবস্থাপনা
• একই সরকারি প্রতিষ্ঠানকে উভয় তহবিল হতে প্রকল্প বরাদ্দের ক্ষেত্রে সমন্বয় সংক্রান্ত
• বিসিসিটিএফ এবং পিকেএসএফ এর মধ্যকার টিওআর
• বিসিসিএফআরএফ এবং পিকেএসএফ এর মধ্যকার টিওআর
• প্রকল্পের ঝুঁকি নিরীক্ষা
• প্রকল্প কার্যক্রম তত্ত্বাবধান এবং যাচাই</td></tr>
</table>

উল্লেখ্য, নির্ভরযোগ্য তথ্যসূত্রে জানা গেছে যে, বিসিসিটিএফ এর আওতায় প্রকল্প সমূহের যথার্থতা এবং প্রযোজ্যতা যাচাই না করে বাস্তবায়িত বা বাস্তবায়নরত নিম্নলিখিত প্রকল্পসমূহ রাজনৈতিক বিবেচনায় অনুমোদন দেয়া হয়েছে বলে -

ক) বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিসি) কর্তৃক ২১.৫ কোটি টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়িত ''বুড়িগঙ্গা ও তুরাগ নদীতে সঞ্চিত পলিথিনসহ অন্যান্য বর্জ্য অপসারণ'' প্রকল্প; খ) বিআইডব্লিউটিসি কর্তৃক ২২.১৮ কোটি ব্যয়ে বাস্তবায়নরত ''ঢাকার রায়ের বাজার এর হাইক্কার খাল এবং নারায়ণগঞ্জের চারাগোপে সঞ্চিত পলিথিনসহ অন্যান্য বর্জ্য অপসারণ'' প্রকল্প; গ) বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (পাউবো) কর্তৃক ২০.৩৮ কোটি টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়নরত ''চট্টগ্রাম জেলার রাঙ্গুনিয়া উপজেলাধীণ কর্ণফুলী সেচ প্রকল্প'';

ঘ) পাউবো কর্তৃক ১৯.৯৯ কোটি টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়নরত ''চট্টগ্রাম জেলার বিভিন্ন উপজেলায় কর্ণফুলী, হালদা, ইছামতি, নদী ও শিলক খাল ইহাদের শাখা নদীর বিভিন্ন ভাঙ্গন কবলিত অংশে প্রতিরক্ষামূলক ও অবকাঠামো নির্মাণ কাজ'' প্রকল্প; ঙ) পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক ''ঢাকা শহরের গুলশান, বারিধারা ও ধানমন্ডি এলাকা এবং চট্টগ্রাম নাসিরাবাদ ও খুলশী এলাকায় বর্জ্য হ্রাস, পুন:ব্যবহার ও পুন:চক্রায়ন পাইলট উদ্যোগ বাস্তবায়ন শীর্ষক" প্রকল্প।

এছাড়া, সিসিইউ বিসিসিটিএফ এর তহবিল ব্যবস্থাপনা এবং স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে সমন্বয় সাধন, এ্যাডভোকেসি ও তথ্য প্রচারণা, অনুদান–প্রার্থী সরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক জমাকৃত আবেদনপত্র পর্যালোচনা, প্রকল্প ব্যয় স্থির করা, সরকারি বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য প্রযোজ্য সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত নীতিমালা ও খাত-ভিত্তিক প্রকল্প বাস্তবায়ন নির্দেশিকা প্রণয়ন করার দায়িত্ব পালন করে থাকে।

বিসিসিটিএফ-এর ক্ষেত্রে সকল প্রকল্প ব্যয় কন্ট্রোলার এবং অডিটর জেনারেল অব বাংলাদেশ অফিসের অধীনে নিরীক্ষা করা হবে। বিসিসিটিএফ ট্রাস্টি বোর্ড প্রকল্প কার্যক্রমের হিসাব নিরীক্ষা স্বতন্ত্রভাবে করানোর ক্ষমতা প্রাপ্ত (সরকারি এবং এনজিও উভয় কর্তৃক বাস্তবায়িত), কিন্তু হিসাব নিরীক্ষার জন্য তৃতীয় পক্ষ বা স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান বাছাই এর গাইডলাইন এখনো তৈরি হয়নি। উভয় তহবিলে বাস্তবায়নকৃত প্রকল্প তদারকির ক্ষেত্রে বিদ্যমান সরকারি ক্রয় আইনে প্রকল্প বাস্তবায়নে স্থানীয় ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠী এবং সাধারণ নাগরিকদের সংশ্লিষ্ট হওয়ার সুযোগ নেই।

৪.৩ সক্ষমতা

বিসিসিআরএফ-এর তহবিল ব্যবস্থাপনার কাজ এর সচিবালয় এবং মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বাস্তবায়নের কথা থাকলেও সচিবালয় এখনো কার্যকরভাবে প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় বিশ্বব্যাংক তহবিল ব্যবহার ও প্রকল্প অনুমোদনের কাজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করছে। ফলে, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কাজের সামর্থ্য সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। বিসিসিটিএফ এর অধীনে অর্থায়নকৃত প্রকল্পের বাস্তবায়ন তত্ত্বাবধানের জন্য সিসিইউ কাজ করছে, কিন্তু অপর্যাপ্ত জনবলের কারণে এর কাজ প্রায়ই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। বর্তমানে সিসিইউ-এর মাত্র ৫-৬ জন কর্মকর্তা প্রকল্প বাছাই এবং ১৫০ মিলিয়ন ডলারের ৮২টি প্রকল্প অর্থ ছাড়ের কাজ করছে। সক্ষমতার মূল চ্যালেঞ্জসমূহ হচ্ছে:

- সিসিইউকে অধিদপ্তরে পরিণত করার ক্ষেত্রে গতিশীল এবং দীর্ঘমেয়াদী মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত পরিকল্পনার অনুপস্থিতি;
- সিসিইউ-এর জন্য পর্যাপ্ত জনবল ও সম্পদের ঘাটতি;
- কম দক্ষ ও দুর্বল মানের কারণে সরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যম পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ প্রকল্প প্রস্তাবনা কার্যকরভাবে তৈরি করতে সক্ষম হয়না। উল্লেখ্য, বিসিসিআরএফ এ জমাকৃত ৪৬ টি প্রকল্প প্রস্তাবের মধ্যে মাত্র ৪টি চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত হয়েছিলো;
- বিসিসিআরএফ এর সচিবালয় স্থাপনে বিলম্ব ও জলবায়ু অর্থায়নের জন্য কর্মরত স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে অপর্যাপ্ত সমন্বয়।

জলবায়ু অর্থায়ন ব্যবস্থাপনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং তা তদারকির জন্য বিদ্যমান ব্যবস্থা পর্যাপ্ত নয়। প্রকল্প অনুমোদনের সাথে প্রকল্প বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতার মাত্রা বিবেচনা না করলে প্রকল্পসমূহের লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবে কতখানি অর্জিত হবে তা বরাবরাই প্রশ্নের সম্মুখীন হবে।

৪.৪ সততার চর্চা

বিসিসিআরএফ ম্যানুয়ালে যদিও তহবিলের অপচয় রোধ করার জন্য কিছু সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপের উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু সততা নিশ্চিত করার জন্য কোন সুনির্দিষ্ট ও কার্যকর প্রক্রিয়া চিহ্নিত করা হয় নি। বিশেষ করে

- রাজনৈতিক বিবেচনায় প্রকল্প অনুমোদন দেয়া;
- বিসিসিটিএফ এবং বিসিসিআরএফ এর উভয় তহবিলের ক্ষেত্রে কার্যকর অভিযোগ ব্যবস্থাপনার অনুপস্থিতি রয়েছে;
- তহবিলের অসঙ্গতি প্রতিরোধে স্থানীয় জনগণ বা স্টেকহোল্ডারগণ তাদের ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন নয়;
- প্রকল্প অনুমোদন প্রক্রিয়ায় সততা নিশ্চিত করতে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপের অভাব।

জলবায়ু তববিল ব্যবস্থাপনায় বিশেষ করে প্রকল্প নির্বাচন, তহবিল ছাড় এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সততার চর্চার ক্ষেত্রে সকল পক্ষের সুনির্দিষ্ট এবং কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের অভাব এখনো বিদ্যমান। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে ঝুঁকির সম্মুখীন জনগণের জীবন ও জীবিকার নিরাপত্তা বিধানে সততার চর্চার বিকল্প নেই।

৫. প্রকল্প বাস্তবায়নে সুশাসন নিরীক্ষা

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড (বিসিসিটিএফ) অর্থায়িত প্রকল্প বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জ

বাংলাদেশ জলবায়ু পরির্বতন ট্রাস্ট ফান্ড (বিসিসিটিএফ) এর অধীনে এ পর্যন্ত ৬ টি থিমেটিক এরিয়াতে ৬২ টি প্রকল্প বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানকে বাস্তবায়নের জন্য প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে এ কার্যপত্রে তিনটি নির্বাচিত প্রকল্প বাস্তবায়নে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

৫.১ খুলনা বিভাগের আইলা বিধ্বস্ত জেলাসমূহে ঘুর্ণিঝড় সহনীয় গৃহ নির্মাণ প্রকল্প

বিসিসিটিএফ এর অধীনে ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তর ''খুলনা বিভাগের আইলা বিধ্বস্ত জেলাসমূহে ঘুর্ণিঝড় সহনীয় গৃহ নির্মাণ" নামের প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। এর জন্য বরাদ্দ ২৪.৪২ কোটি টাকা এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন কাল এপ্রিল ২০১০ থেকে মার্চ ২০১২। প্রকল্প আওতাভূক্ত খানা, স্থানীয় জনগণ, প্রকল্প কর্মকর্তাবৃন্দ, স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিদের সাথে সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে এবং প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করে সহযোগী স্থানীয় সংগঠনের সহযোগিতায় নিম্নলিখিত চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে।

ক) প্রকল্প অনুমোদন

প্রকল্পটির উদ্দেশ্য ছিল সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার অধীনে আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত ভূমিহীন, গরিব এবং অসহায় পরিবারের জন্য দুর্যোগ সহনীয় ঘর নির্মাণ। তথ্য অনুসন্ধান এবং ক্ষতিগ্রস্তদের সাথে আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, প্রস্তাবিত ঘরের নকশা সম্পর্কে যাদের জন্য ঘরগুলো নির্মাণ করা হয় তাদের সাথে কোন ধরনের আলোচনা করা হয় নি বা তাদের পরামর্শ গ্রহণ করা হয় নি। প্রকল্প বাছাই কালে বিসিসিটিএফ বা ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপতরের পক্ষ থেকে এ প্রকল্প অনুমোদনের পূর্বে বাস্তবায়নকৃত ঘরের নকশার যথার্থতা যাচাই করা হয় নি। এমনকি স্থানীয় পর্যায়ের প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তাবৃন্দ প্রকল্প শুরুর পূর্বে এ ঘরের নকশা সম্পর্কে কোন ধারনা পান নি।

খ) ক্রটিপূর্ণ নকশা

প্রকল্প সারপত্র থেকে জানা যায়, প্রস্তাবিত ঘরের নকশাটি চূড়ান্ত করেছে ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তর। নকশা অনুসারে, ঘরের দৈর্ঘ্য ১৫ ফুট এবং প্রস্থ ১২ ফুট এবং ঘরটি ৪টি পাঁকা খুঁটির উপর ও পাঁকা মেঝেতে তৈরি। এতে কোন দেয়াল নেই। জলবায়ু সহিষ্ণু ঘরের এ ধরনের নকশা প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রকল্প বাস্তববায়নকারী সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের যুক্তি হলো-

- জলবায়ু পরিবর্তনে ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারকে দেয়ালসহ একটি পরিপুর্ণ ঘর তৈরি করে দিলে জলোচ্ছাসের সময় আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় না নিয়ে এ ঘরেই আশ্রয় নিবে ফলে, তারা ক্ষতির সম্মুখীন হবে।
- কর্মকর্তাদের মতে, জলোচ্ছাসের পানি যেন ঘরে অবস্থান করতে না পারে সে

বক্স ১: ক্রটিপূর্ণ নকশা এবং ক্ষতিগ্রস্তদের দুর্ভোগ

এ ঘরটি খুলনার বটিয়াঘাটা উপজেলার খাদিজা বেগমের জন্য নির্মিত। দুর্যোগ সহনীয় ঘর সম্পর্কে অভিমত জানতে চাইলে তিনি বলেন, ''আমি বুঝতে পারছি না এটা আদৌ মানুষের বসবাসের জন্য কি না। ঘরটির শুধুমাত্র চারটি খুঁটি রয়েছে, কোন দেয়াল নেই। আমি জানি না কিভাবে আমার পরিবার নিয়ে এখানে বাস করব।" খাদিজার সাথে তার ৪ বছর বয়সী নাতনী থাকে এবং প্রচন্ড শীতে এই দেয়ালবিহীন ঘরে তাদের বাস করতে হয়েছে। ঘরটি ঝড়, বৃষ্টি ও বন্যার সময়ে ব্যবহারের অনুপযোগী । প্রতিটি ঘরের জন্য বরাদ্দ ছিল এক লাখ বিশ হাজার টাকা। নির্মাণ উপকরণ মানসম্মত নয় বিধায় এখনই নির্মাণ উপকরণগুলো ভেঙে পড়ছে। তিনি বলেন, ঘরের দেয়াল তৈরি এবং ঘর মেরামত করার সামর্থ্য তার নাই। তিনি আরও উল্লেখ করেন, এ ঘর পাওয়ার আগে এই জায়গাটি তিনি বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করতেন, কিন্তু এখন তা ব্যবহার করতে পারছেন না। (উৎস: সাক্ষাতকার, ডিসেম্বর, ২০১১)

জন্য দেয়াল তৈরি করা হয়নি, অথচ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ বলছেন যে, ঘর নির্মাণের পর ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার নিজ খরচে দেয়াল নির্মাণ করবে। এ ধরনের মন্তব্যের এ নকশার যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে।

তাছাড়া, বাস্তবে নির্বাচিত খানার তা তৈরি করার কতখানি সামর্থ্য রয়েছে তাও যাচাই করা হয়নি (বক্স ১ দেখুন)। কিন্তু, এ পরিবারগুলো বিভিন্ন দূর্যোগে আক্রান্ত হয়ে ইতিমধ্যে নি:স্ব অবস্থায় আছে, তারা কিভাবে দেয়াল নির্মাণে অর্থের যোগান দিবে তা বোধগম্য নয়। যদি অর্থের যোগান না দিতে পারে তাহলে বিকল্প ব্যবস্থা কি হবে সে সম্বন্ধে কোন সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা প্রকল্পে নেই। প্রাকৃতিক দূর্যোগের সময় যদি এ ঘর ব্যবহার নাই করা যায়, তাহলে এটাকে জলবায়ু সহিষ্ণু ঘর হিসাবে নির্ধারণ করা কতখানি যৌক্তিক? নির্বাচিত খানার মতে নিম্নোক্ত কারণে ঘরের নকশা সম্পূর্ণ ত্রুটিপূর্ণ-

- ঘরটির কোন দেয়াল নেই;
- পানি, পয়:নিষ্কাশন ও ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার কোন সুযোগ নেই;
- পারিবারিকভাবে বসবাসের অনুপযোগী; বিশেষভাবে নারী ও কিশোরীদের জন্য নিরাপদ নয়;
- এটি বৃষ্টি, ঝড়, বন্যা এবং ঠাণ্ডা থেকে রক্ষা পাবার উপযোগী নয়;
- স্থানীয় লোকজন এ ঘরকে 'গরুর গোয়াল' বলে অভিহিত করেছেন ।

যাদের জন্য এ জলবায়ু সহিষ্ণু ঘর নির্মিত এ ঘরের নকশা চূড়ান্ত করার পূর্বে সংশ্লিষ্টদের সাথে অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে মতামত নিয়ে নকশা চূড়ান্ত করলে সরকারি অর্থের এ অপচয় রোধ করা সম্ভব হতো এবং বাস্তবে এ ঘরগুলো সংশ্লিষ্ট পরিবার কার্যকরভাবে ব্যবহার করতে সক্ষম হতো।

গ) নির্বাচিত খানার তালিকা প্রণয়ন

প্রকল্প বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্টদের মতে জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার সহায়তায় ৭ জনের একটি উপ-কমিটি নির্বাচিত খানার তালিকা চূড়ান্ত করেন। স্থানীয় সরকার প্রতিনিধির মতে, নির্বাচিত খানার অসহায়ত্ব ও দুরবস্থার উপর ভিত্তি করে তারা এ তালিকাটি তৈরি করেন, কিন্তু ইউএনও অফিসে তা পাঠানোর পরে রাজনৈতিক বিবেচনায় সেই তালিকা পরিবর্তিত হয়।

ঘ) ঠিকাদারদের কার্যক্রম ও কাজের মান

এলাকার জনগণ এবং ক্ষতিগ্রস্তদের মতে অধিকাংশ ঠিকাদার ঢাকা থেকে নিয়োগ হয়। এই অভিযোগের প্রেক্ষিতে প্রকল্পের সাথে জড়িত একজন কর্মকর্তা বলেন, ঠিকাদার জেলা পর্যায়ে নিয়োগ হয় তবে মূল ঠিকাদারের মাধ্যমে উপ-ঠিকাদার নিয়োগের বিষয়টি অলিখিত ভাবে ঘটে থাকে। কারণ হিসেবে তিনি বলেন একজন ঠিকাদারের পক্ষে অনেক দূরে ও ভিন্ন এলাকায় নির্বাচিত খানাগুলোতে একসাথে কাজ করা সম্ভব হয়না ফলে মূল ঠিকাদার উপ-ঠিকাদার নিয়োগ করে। কিন্তু প্রকল্প তদারকি ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রে উপ-ঠিকাদরকে জবাবদিহির আওতায় আনা হয়না। নির্বাচিত খানা এবং বিভিন্ন মূখ্য তথ্যদাতার সাথে সাক্ষাতকারের মাধ্যমে ঠিকাদারী কাজে নিম্নোক্ত চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত হয়-

- ঠিকাদার কর্তৃক কাজের এবং উপকরণের তালিকা প্রকাশ না করা;
- নির্মাণ কাজ চলাকালে ঠিকাদার নির্বাচিত খানা ও স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিদের কোন তথ্য প্রদানে অস্বীকৃতি বা তদারকি করার সুযোগ দিতে অনীহা প্রদর্শন;
- উপ-ঠিকাদার নিয়োগ এবং কাজের গুণগত মান রক্ষা না করা ও প্রকল্প তদারকি ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রে উপ-ঠিকাদরকে জবাবদিহির আওতায় না আনা;
- ঘরের নির্মাণ কাজ শেষ হওয়ার দু'মাসের মধ্যেই বিশেষ করে ছাদ এবং মেঝের নির্মাণ উপকরণ ভেঙে পড়া।

ফলে, প্রকল্প কাজ শেষ হওয়ার অল্প কয়েক মাসের মধ্যে মেঝে এবং ছাদ হতে আস্তরণ ভেঙে পড়তে দেখা যায় (বক্স ১ দেখুন)। কাজের গুণগত মান রক্ষা করা হয়নি। বাস্তবে এ ঘর গুলো ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের জন্য একটি বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ঙ) তদারকি, মূল্যায়ন এবং রির্পোটিং

প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা যদিও উল্লেখ করেছেন প্রকল্প সঠিকভাবে তদারকি হয়েছে কিন্তু স্থানীয় লোকজন এ বক্তব্যের সাথে দ্বিমত পোষণ করেছেন। স্থানীয় লোকজন মনে করেন, স্থানীয় প্রকৌশলী ও প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা নির্মাণ কাজের গুণগত মান রক্ষায় সচেষ্ট ছিলেন না। তাই, কাজের গুণগত মানে ব্যাপক অবনতি ঘটেছে। অন্যদিকে প্রকল্পের সাথে জড়িত কর্মকর্তারা পর্যাপ্ত জনবলের অভাবের কথা স্বীকার করে তাদের কিছু দুর্বলতার কথাও বলেন। এ বিষয়ে বিভিন্ন অভিযোগের প্রেক্ষিতে মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা প্রকল্পটি তদন্ত করেন এবং তদন্ত রির্পোট পেশ করেন। বর্তমানে বিসিসিটিএফ কর্তৃপক্ষ এই প্রকল্পে অর্থ ছাড় স্থগিত রেখেছে ।

৫.২ চর মাইনকা-চর ইসলাম-চর মন্তাজ ক্রসড্যাম নির্মাণের মাধ্যমে ভূমি পুনরূদ্ধার প্রকল্প

বিসিসিটিএফ এর অধীনে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড''চর মাইনকা-চর ইসলাম-চর মন্তাজ ক্রসড্যাম নির্মাণের মাধ্যমে ভূমি পুনরূদ্ধার" নামে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। গৃহীত এই প্রকল্পটির জন্য বরাদ্দ ২৩.৩৭ কোটি টাকা ও বাস্তবায়ন কাল জানুয়ারি ২০১১ থেকে জুন ২০১২। উল্লেখ্য, এ প্রকল্পের সাথে সম্পূরক আরো দু'টি প্রকল্পে ২২.১০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সাক্ষাতকার গ্রহণের মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়নে নিম্নলিখিত সুশাসনের চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করা হয়।

ক) প্রকল্প অনুমোদন

অনুমোদনকৃত প্রকল্প প্রস্তাবে উল্লেখ আছে যে, একটি ক্রসড্যাম নির্মাণের মাধ্যমে পটুয়াখালী ও ভোলা জেলাকে সংযুক্ত করা হবে। ৫ কি.মি. দীর্ঘ ক্রসড্যামটির ৩.৪৪ কি.মি. পটুয়াখালীতে (চর মাইনকা, চর মন্তাজ) এবং বাকি অংশ ভোলা জেলায় পড়বে। প্রকল্প কাজের এক পর্যায়ে কলাপাড়া পানি উন্নয়ন বোর্ড লিখিতভাবে স্থানীয় বন বিভাগের কাছে প্রকল্প এলাকার সংরক্ষিত বনাঞ্চল থেকে ৩০ হাজারের বেশি গাছ কাটার অনুমতি চায়, কিন্তু পটুয়াখালীর স্থানীয় বন বিভাগ প্রস্তাবটিতে আপত্তি জানায়। উল্লেখ্য, বন সংরক্ষণ আইন অনুযায়ী সংরক্ষিত বনায়নে মানুষের যে কোন ধরনের হস্তক্ষেপ আইনত দন্ডনীয়। প্রকল্প বাস্তবায়নে যে সমস্যাগুলো বিশেষভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে তা হলো-

- প্রকল্প নির্বাচনে নীতি নির্ধারকদের রাজনৈতিক বিবেচনাকে প্রাধান্য দেয়া;
- প্রকল্প অনুমোদনের পূর্বে কোন পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা না করা। উল্লেখ্য, পাউবো, ২০০৭ সালে প্রণীত একটি ইআইএ বিসিসিটিএফে জমা প্রদান করলেও তা গ্রহণ করা হয় নি;
- প্রকল্প অনুমোদনের পূর্বে পরিবেশগত, ভৌগলিক ও সামাজিক প্রভাব যথাযথভাবে নির্ণয় না করা, এমনকি প্রকল্পের ফলে কি পরিমাণ ভূমি পুনরুদ্ধার হবে সেটিও আগে নির্ণয় না করা;
- প্রকল্পটি প্রণয়নের পর্যায়ে বন বিভাগ হতে গাছ কাটার বিষয়ে বন বিভাগের পূর্ব অনুমতি না নেওয়া, পরবর্তীতে প্রকল্প বাস্তবায়নরত অবস্থায় গাছ কাটার অনুমতি প্রদানের জন্য চাপ প্রয়োগ করা;
- প্রকল্প বাস্তবায়নে স্থানীয় কমিউনিটি এবং অভিজ্ঞদের অংশগ্রহণ না থাকা;
- সংরক্ষিত বনায়নের ভেতর দিয়ে যে রাস্তা নির্মাণ করা হবে তা প্রকল্প প্রস্তাবনায় উল্লেখ না করা (চিত্র ৩ দেখুন)।

চিত্র ৩: প্রকল্প নকশা এবং বাস্তবে বনের অবস্থান

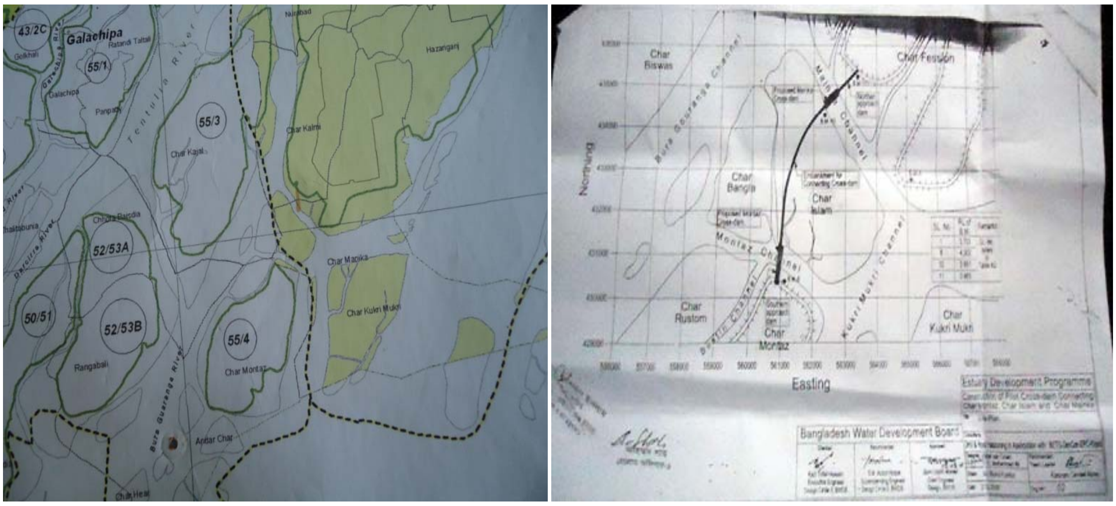

বনের অবস্থানসহ প্রকল্প এলাকার নকশা	অনুমোদিত প্রকল্পের নকশায় বনের অনুপস্থিতি

উৎস: অনুমোদিত প্রকল্প ডকুমেন্ট ও বন বিভাগ, ফেব্রুয়ারি , ২০১২

সর্বশেষ এ প্রকল্পে অর্থ ছাড় স্থগিত রাখা হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে বিসিসিটিএফ পরিবেশগত ও আর্থ-সামাজিক প্রভাব বিবেচনায় না নিয়ে এ প্রকল্পের অনুমোদন কিভাবে প্রদান করেছিলো। তাছাড়া, স্থানীয় অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন যে এই ড্যামটি নির্মাণের ফলে দুটি সক্রিয় ও প্রশস্ত এবং আরও দশটি ছোট চ্যানেল বন্ধ হয়ে যাবে।

খ) নির্মাণ কাজের গুণগত মান ও অগ্রগতি

প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনকালে দেখা যায় কোন দক্ষ প্রকৌশলীর অংশগ্রহণ ছাড়াই ক্রসড্যাম নির্মাণ কাজ চলছে। প্রকল্প এলাকার চ্যানেল সংলগ্ন বালি ও পলি মাটি দিয়েই ক্রসড্যাম নির্মিত হচেছ। ফলে, অদূর ভবিষ্যতে ড্যাম ভেঙে যাবার আশঙ্কা রয়েছে। তাছাড়া, কাজের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি না হলেও ঠিকাদার জানিয়েছেন বরাদ্দ ১১ কোটি টাকার ৯ কোটিই ইতোমধ্যে ব্যয় হয়েছে। অন্যদিকে, স্থানীয় পানি উন্নয়ন বোডের কর্মকর্তারা জানেন না ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান কি পরিমাণ অর্থ ব্যয় করেছে, কারণ মূল ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান পানি উন্নয়ন বোর্ডের বিভাগীয় বা কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে বিল গ্রহণ করেছে।

গ) সমন্বয় এবং তদারকি

বন বিভাগ এ নির্মাণ কাজের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে এবং উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে এ সংক্রান্ত নেতিবাচক প্রতিবেদন প্রদান করেছে। এর মূল কারণ বন বিভাগ ও পানি উন্নয়ন বোর্ডের মধ্যকার সমন্বয়হীনতা। ফলে, প্রকল্প এলাকায় বন বিভাগের সাথে পানি উন্নয়ন বোর্ড ও ঠিকাদারের একটি বৈরী সম্পর্ক বিরাজ করছে। বন বিভাগ ও পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তাদের মধ্যে চলমান স্নায়ু যুদ্ধের অবসানকল্পে জলবায়ু পরিবর্তন ইউনিটের একজন কর্মকর্তা প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করেন, কিন্তু সমস্যা সমাধানে কোন তাৎপর্যপূর্ণ অগ্রগতি হয়নি। ইতোমধ্যে বর্ষা মৌসুম নিকটে। এ অবস্থায় প্রকল্প কার্যক্রমের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিতা। ফলে, সরকারের রাজস্ব তহবিলের অর্থ ব্যবহারে জবাবদিহিতার বিষয়টি এখন প্রশ্নের সম্মুখীন।

৫.৩ উপকূলীয় এলাকায় পানি উন্নয়ন বোর্ডের বাঁধ ও বাঁধ সংলগ্ন চর এলাকা বনায়ন প্রকল্প

বিসিসিটিএফ এর অধীনে বন বিভাগ ''উপকূলীয় এলাকায় পানি উন্নয়ন বোর্ডের বাঁধ ও বাঁধ সংলগ্ন চর এলাকা বনায়ন" নামের প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পের বরাদ্দ ১১.৭৫ কোটি টাকা, বাস্তবায়ন কাল জানুয়ারি ২০১০ থেকে জুন ২০১১।

ক) প্রকল্প অনুমোদন

বনায়ন প্রকল্পটি উপকূলীয় এলাকার বাঁধ সংলগ্ন এলাকায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনে গিয়ে দেখা যায় বনায়নের জন্য পানি উন্নয়ন বোর্ডের কি পরিমাণ জায়গা আছে তা সুনির্দিষ্ট নয়। স্থানীয় বন বিভাগের কর্মকর্তা জানান যে, পর্যাপ্ত বরাদ্দ থাকা সত্ত্বেও বাঁধ এলাকায় জমির অভাবে বনায়ন অসম্পূর্ণ রয়েছে। কারণ, পানি উন্নয়ন বোর্ডের পক্ষ থেকে বনায়নের জন্য প্রস্তাবিত জায়গা/সংরক্ষিত ভূমি বনায়নের অনুপযোগী, কারণ, প্রস্তাবিত বনায়নের ভুমির

১) কিছু অংশ মাছ চাষীদের লিজ দেয়া হয়েছে;
২) কিছু অংশ অবৈধ দখলে রয়েছে;
৩) কিছু অংশ বনায়নের অনুপযুক্ত;
৪) কিছু অংশ বিভাগীয় কমিশনার অফিসের নিয়ন্ত্রণাধীন; এবং
৫) প্রকল্পে উল্লেখিত বাঁধ সংলগ্ন কিছু এলাকায় জনবসতি অবস্থান রয়েছে।

খ) সক্ষমতা, তদারকি এবং রির্পোটিং

দুর্গম এলাকা পরিদর্শনের জন্য পর্যাপ্ত বরাদ্দের অপ্রতুলতার কারণে বন কর্মকর্তাদের তদারকির কাজে আগ্রহের অভাব দেখা যায়। যদিও স্থানীয় বন বিভাগের কর্মকর্তা বলেন, রেঞ্জ অফিসার, এসিএফ, ডিএফও ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা প্রকল্পটি নিয়মিত পরিদর্শন করেন। বিসিসিটিএফ হতে বিভিন্ন প্রকল্প বাবদ বরাদ্দকৃত অর্থের প্রায় ১৪ শতাংশ শুধুমাত্র বন বিভাগকে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। বাস্তবে বনায়ন প্রকল্পসমূহ কতটা সঠিকভাবে অর্থ ব্যবহার করছে এবং এসব প্রকল্পের প্রভাব কতখানি তা মূল্যায়ন হওয়া জরুরি। সঠিক তদারকি এবং প্রয়োজনীয় সম্পদ ও জনবলের ঘাটতির দরূণ তদারকির কাজ সুষ্ঠভাবে সম্ভব হয় না। দুর্বল জবাবদিহিতার এটাও অন্যতম কারণ।

৬. সুপারিশ

আইনী এবং নীতিগত

- বিদ্যমান জলবায়ু তহবিল সংক্রান্ত আইনের পরিবর্তন এবং পরিমার্জন করে প্রকল্প প্রণয়ন ও অনুমোদনের সকল পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সুশীল সমাজ এবং ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠী ও স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক করতে হবে;
- সরকারি ক্রয় আইনের সংশোধন করে প্রকল্প বাস্তবায়নের সকল পর্যায়ে ক্ষতিগ্রস্তদ জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে;
- স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে 'স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আচরণবিধি' প্রণয়ন এবং জলবায়ু তহবিল ব্যবস্থাপনায় সংশ্লিষ্ট সকল স্টেকহোল্ডারদের তা মেনে চলতে বাধ্য করতে হবে;

জলবায়ু তহবিল ব্যবস্থাপনায় গতিশীলতা, জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করণ

- প্রকল্প নির্বাচনসহ সকল পর্যায়ে স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে;
- বাংলাদেশে জলবায়ু অর্থায়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন টিওআর/চুক্তি, কর্ম পদ্ধতি এবং প্রকল্প সংক্রান্ত সব তথ্য উন্মুক্ত করতে হবে;

- প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রকল্প অনুমোদনের পূর্বে পরিবেশগত বিশেষ করে বন ও জীববৈচিত্র্যের ওপর প্রভাব এবং সামাজিক প্রভাব সমীক্ষা বাধ্যতামূলক করতে হবে;
- জলবায়ু তহবিল ব্যবস্থাপনার সকল স্তরে সহজে অভিযোগ গ্রহণ এবং দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করতে হবে;
- জলবায়ু তহবিলের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতে জলবায়ু ন্যায়পাল নিয়োগ বা এ সংক্রান্ত জাতীয় প্লাটফরম তৈরি করতে হবে:
- বিসিবিটিএফ, বিসিসিআরএফ এবং পিকেএসএফের মাধ্যমে প্রকল্প বাছাই এবং অনুমোদন প্রক্রিয়ায় অভিজ্ঞ ও স্বার্থের দ্বন্দ্বের উর্ধ্বে বিশেষজ্ঞদের সম্পৃক্ত করতে হবে;
- অনিয়ম এবং দুর্নীতির সাথে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

সক্ষমতা বৃদ্ধি

- শীঘ্রই সিসিইউতে প্রয়োজনীয় জনবল (স্থায়ী ও চুক্তিভিত্তিক) নিয়োগ, তহবিল বরাদ্দ এবং তা বাস্তবায়নের ক্ষমতা প্রদান করতে হবে;
- বিসিসিআরএফ সচিবালয় এবং সিসিইউ এর জন্য দীর্ঘ মেয়াদী মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে।
- জলবায়ু র্অথায়নে সুশাসন নিশ্চিতে অংশগ্রহণমূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং সকল ক্ষেত্রে সততা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার বিকল্প নেই।

তথ্য সূত্র:

খুরশিদ, এ (২০১১), ‘‘The Political Economy of Climate Resilient Development Planning in Bangladesh’’, IDS Bulletin

খান হান্নান এস এম, দোহা এস., হক এস. (২০১১), ‘‘The Bangladesh National Climate Funds: A brief history and description of the Bangladesh Climate Change Trust Fund”, LDC paper series .

http://www.scribd.com/doc/67163243/BCCRF-Operational-Manual

http://www.moef.gov.bd/html/climate%20change%20unit/climate%20change%20unit.html
(২০১১ সালের ৩১ মার্চে সংগৃহীত) www.worldbank.org.bd/bccrf: www.worldbank.org.bd (২০১১ সালের ২৮ মার্চে সংগৃহীত)

সংযোজনী

জলবায়ু তহবিল সৃষ্টির ক্রমধারা

বছর	সম্মেলন ও সম্মেলনের স্থান	জলবায়ু বিষয়ক প্রধান প্রধান সিদ্ধান্ত
১৯৯২	বিশ্ব ধরিত্রী সম্মেলন, রিওডি জেনেরিও, ব্রাজিল	**রিও ঘোষণা:** ২৭ টি মূলনীতি গৃহীত হয় যার মধ্যে Polluters Pay Principle অন্যতম।
১৯৯৫	কপ-১, বার্লিন, জার্মানি	**বার্লিন ম্যান্ডেট:** উন্নয়নশীল ও ক্ষতিগ্রস্ত দেশের জন্য প্রযুক্তিগত ও আর্থিক সহায়তা প্রদানের বিষয়ে আলোচনা হয় ও জিইএফ ফান্ড (GEF) কার্যকর করার উপায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়।
১৯৯৭	কপ-৩, কিয়োটো, জাপান	**কিয়োটো প্রোটকল:** কিয়োটো মেকানিজমের ফলাফল হিসেবে অভিযোজন তহবিল তৈরি হয়।
২০০৭	কপ-১৩, বালি, ইন্দোনেশিয়া	**বালি রোডম্যাপ:** প্রশমন, অভিযোজন, প্রযুক্তি স্থানান্তর ও অর্থায়ন এই চারটি বিষয় বালি রোডম্যাপের মূল আলোচ্য বিষয় ছিল।
২০০৯	কপ-১৫, কোপেনহেগেন	**কোপেনহেগেন সম্মেলন:** এই সম্মেলনের মাধ্যমে উন্নত দেশসমূহ নতুন ও বাড়তি অর্থ প্রদানে করণীয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।
২০১০	কপ-১৬, কানকুন, মেক্সিকো	**কানকুন চুক্তি:** কানকুন চুক্তির মাধ্যেমে ***গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড*** তৈরির সিদ্ধান্ত হয়। এছাড়াও বিভিন্ন প্রকল্প ও প্রোগ্রামে অর্থায়নের নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়।
২০১১	কপ-১৭, ডারবান, দক্ষিণ আফ্রিকা	গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড ও ন্যাশনাল এ্যাডাপটেশন ফান্ড চূড়ান্ত করা হয়।

সূত্র: ইউএনফিসিসি'র ওয়েবসাইট থেকে ২৫ ডিসেম্বর ২০১১ তারিখে প্রস্তুতকৃত